Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 11-04-2026 14:26 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শনিবার ১১এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 11-04-2026 14:26 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৭ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শনিবার ১১এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইডি, বাইরে বাহিনীর ঘেরাটোপ

হরমুজে নিজেদের পাতা মাইনই খুঁজে পাচ্ছে না ইরান! চাঞ্চল্যকর দাবি আমেরিকাব

প্রধানমন্ত্রীকে খুনের চক্রান্ত ফাঁস! বিহার পুলিশের জালে ৩

ক্ষমতায় এলে স্বীকৃতি পাবে সারি-সরনা ধর্ম

ঝাড়গ্রামে আদিবাসী আবেগে শান মমতার

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে বড় দাওয়াই দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ঝাড়গ্রামের জামদা সার্কাস ময়দানের জনসভা থেকে তিনি বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, 'আমরা আবার ক্ষমতায় এলে স্বীকৃতি পাবে সারি-সরনা ধর্ম'। বিধানসভা ভোটে জিতে তৃণমূল ফের ক্ষমতায় ফিরলে আদিবাসীদের এই দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। জঙ্গলমহলের মন জিততে এদিন আগাগোড়া আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন সভার শুরুতেই আদিবাসীদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেন মমতা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাম না করে বাঁকুড়ায় 'বীরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা বির্তকে'র পুরনো প্রসঙ্গও নতুন করে খুঁচিয়ে তোলেন তিনি। তৃণমূলনেত্রীর দাবি, আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষা করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলায় তাঁর সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি জানান, ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেই জঙ্গলমহলের আত্মসমর্পণকারী যুবকদের হোমগার্ডের চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।মোদী সরকারের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি কার্যকর করার চেষ্টার কড়া সমালোচনা করেন মমতা। জনতাকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করতে চাইছে। তা হয়ে গেলে আপনাদের ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। আপনাদের বিয়ে হয় যে প্রথা মেনে তা থাকবে না।' সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক নিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর নীতির সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা তো বলি না, ছাতু খাবে না। কে কী খাবেন, কে কী পরবেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। বাংলায় তা হতেও দেব না।'ভোটের দিন আদিবাসী ভাইবোনেদের নির্ভয়ে বুথে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। পথে বাধা এলে আদিবাসী সংস্কৃতির অঙ্গ দিয়েই পালটা প্রতিরোধের ডাক দিয়ে বলেন, 'আপনাদের ধামসা, মাদল আছে, ভয় কী! ধামসা বাজাতে বাজাতে, মাদল বাজাতে বাজাতে, ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন। আপনাদের তিরন্দাজেরা খুব শক্তিশালী।'বিজেপিকে কড়া ভাষায় তোপ দেগে মমতা বলেন, 'বিজেপি দু'মুখো সাপ, নির্বাচনের সময় একটা ছোবল দেয়, আর নির্বাচনের পর আর একটা ছোবল দেয়। যদি ছোবল খেতে না হয়, তৃণমূলকে ভোট দিন।' অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরাসরি বিঁধে মমতা বলেন, 'অনুপ্রবেশকারী যদি ঢোকে, তা হলে অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিত। আমরা অনুপ্রবেশকারী ঢোকাইনি। কারণ, আমাদের ঢোকানোর ক্ষমতা নেই। সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।' জঙ্গলমহলের মানুষের বীরত্ব ও মাটির লড়াইকে সম্মান জানিয়ে এদিন কার্যত জয়ের লক্ষ্যে রণদামামা বাজিয়ে দিলেন তিনি।তৃণমূলনেত্রীর এই বার্তা জঙ্গলমহলের ভোট সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। আদিবাসী ভোটকে পাখির চোখ করে মমতা তাঁর লড়াইয়ের ময়দান সাজিয়ে নিয়েছেন ঝাড়গ্রাম থেকেই। সব মিলিয়ে, আদিবাসী তাস ও উন্নয়নের খতিয়ান দিয়েই আগামীর পথ প্রশস্ত করতে চাইলেন মমতা।

প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই আয়ুষ্মান ভারত

প্রকল্প চালু হবে ঃ কাটোয়ায় প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ৪ মে বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া নিশ্চিত। আর বিজেপি ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই রাজ্যে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প চালু করবেন। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার জনসভা থেকে এমনই গ্যারান্টি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চড়া রোদ উপেক্ষা করে জনজোয়ার দেখে মোদী দাবি করেন, বাংলায় বিজেপির জয় এখ ন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এ দিন তাঁর ভাষণের আগাগোড়াই ছিল তৃণমূলের 'দুর্নীতির দোকান' বন্ধ করার হুঁশিয়ারি এবং উন্নয়নের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি। কাটোয়ার হেলিপ্যাড থেকে জনসভা; সর্বত্র মানুষের ঢল দেখে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী একটি ভিডিও বার্তাও দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'গুজরাতেও সকাল ১১-১২টায় এমন সভা আমি করতে পারি না। চাইলেও করা যায় না। আপনারা এখানে আশ্চর্য জমায়েত করেন প্রতি বার। আমি অভিভূত!'প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই বিপুল জনসমাগমই প্রমাণ দিচ্ছে যে বাংলায় পরিবর্তন আসছে। নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করে মোদী জানান, তিন রাজ্যে হিংসাহীন ভোট হয়েছে। বিহার, মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, যেখানেই মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছেন, সেখানেই এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। বাংলাতেও সেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে বলে তাঁর দাবি।তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়ে মোদী বলেন, 'দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি শ্বেতপত্র জারি করবে। যাতে তৃণমূলের সব সিন্ডিকেট, সব দুর্নীতিগ্রস্তের হিসাব করা যায়। ১৫ বছরের হিসাব হবে।' রাজ্যের সমস্ত সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ফেরাতে টেন্ডার প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলেন তিনি। বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ-মিহিদানার প্রসঙ্গ টেনে মোদী আফসোস করেন, বর্তমানে এখানকার আলুচাষিরা শাসকদলের অবহেলায় বরবাদ হয়ে গিয়েছেন। এর পরেই বাংলায় তাঁর গর্জন, 'এটা চলবে না। বাংলা চুপ থাকবে না।' ডবল ইঞ্জিনের সরকার এলে কৃষকরা বিশেষ সুবিধা পাবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন।কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে তৃণমূল বাধা দিচ্ছে বলে সরাসরি তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, 'পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্পের অধীনে অন্য রাজ্যের শিল্পীরা ১৫ হাজার টাকা করে পেলেও বাংলার মানুষ বঞ্চিত। একইভাবে 'আয়ুষ্মান ভারত' যোজনাও আটকে রেখেছে সরকার। এই প্রেক্ষাপটেই তাঁর বড় ঘোষণা, 'আয়ুষ্মান ভারত যোজনাতেও বাধা দিয়েছে তৃণমূল। ৪ মে-র পর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই এই প্রকল্প চালু করা হবে, আমার গ্যারান্টি রইল।'ভোটারদের আশ্বস্ত করে মোদী বলেন, বিজেপি এলে তৃণমূলের প্রকল্প বন্ধ হবে না, বরং বন্ধ হবে 'লুট'। ইস্তাহারের কথা মনে করিয়ে তিনি জানান, মহিলারা মাসে তিন হাজার টাকা এবং বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন। যুবকদের জন্য থাকবে লক্ষ লক্ষ চাকরি ও বেকার ভাতা। সরকারি কর্মীদের জন্য 'সপ্তম বেতন কমিশন' চালু এবং শূন্যপদ পূরণের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। মতুয়া ও শরণার্থীদের সুরক্ষা নিয়ে মোদী স্পষ্ট বলেন, 'সিএএ করেছি যাতে মতুয়া-সহ শরণার্থীরা সুরক্ষা পান।' এর পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জেলা সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এদিন মোদীকে ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শিশুদের আঁকা ছবি দেখেও আপ্লুত হন তিনি। কাটোয়ার সভা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী রওনা দেন মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্দেশে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 11-04-2026 14:26 Page 3

১০ দিনে চাঁদ ছুঁয়ে পৃথিবীতে ফিরল আর্টেমিস ২

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আর্টেমিস ২-এর মহাকাশচারীরা চাঁদে যাওয়া-আসার ঐতিহাসিক ১০ দিনের যাত্রা শেষে শনিবার ভোরে (ভারতীয় সময়) পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। চারজন মহাকাশচারীদের নিয়ে মহাকাশযানটি প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর নাসা আর্টেমিস ২-এর ক্রুদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এই ক্রুদের মধ্যে রয়েছেন কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান, পাইলট ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কচ এবং কানাডার জেরেমি হ্যানসেন। মহাকাশচারীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মিশন কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান বলেছেন, ক্রুরা সকলেই 'স্থিতিশীল' এবং সুস্থ ছিলেন। নাসার জনসংযোগ আধিকারিক রব নাভিয়াস, যিনি নাসার লাইভস্ট্রিমে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন, তিনি বলেন, তারা চমৎকার অবস্থায় আছেন। মহাকাশচারীরা যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন, তখন মহাকাশযানটি শব্দের গতির ৩০ গুণেরও বেশি গতিতে ভ্রমণ করেছিল এবং সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছানো চরম তাপের সম্মুখীন হয়েছিল। এটি ছিল হিট শিল্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই শিল্ডটিই পূর্ববর্তী একটি পরীক্ষামূলক অভিযানের সময় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তবে, আর্টেমিস ২-এর পুনঃপ্রবেশ কোনও সমস্যা ছাড়াই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।১ এপ্রিল ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে শুরু হওয়া প্রায় ১০ দিনব্যাপী এই অভিযানটি চলেছে। এটিকে ভবিষ্যতে চাঁদে মহাকাশচারী অবতরণকারী অভিযানগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে একটি ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা-সহ চাঁদে দীর্ঘমেয়াদী মানব উপস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে নাসার কর্মসূচির অধীনে এটি ছিল প্রথম মানববাহী অভিযান। আর্টেমিস কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ওরিয়ন ক্যাপসুলের

নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক উড়ান। এটি এর আগে কখনও মহাকাশচারী বহন করেনি। এই যাত্রাটি একটি নতুন রেকর্ডও স্থাপন করেছে। এই চারজন মহাকাশচারী পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরত্ব ২,৫২,৭৫৬ মাইল (৪,০৬,৭৭১ কিলোমিটার) অতিক্রমকারী প্রথম মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। গভীর মহাকাশে ভ্রমণের সময় এবং চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার সময়, মহাকাশচারীরা হাজার হাজার ছবি তুলেছেন। তাঁরা একটি সূর্যগ্রহণও দেখেছেন, সেই সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে অস্বাভাবিক উল্কাপিণ্ডের আঘাতও পর্যবেক্ষণ করেছেন। যা নাসার বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে।এই অভিযানে বেশ কিছু মাইলফলক স্থাপিত হয়েছে। গ্লোভার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে চাঁদ প্রদক্ষিণ করেন, কচ প্রথম মহিলা অভিযাত্রী এবং কানাডিয় নভোচারী হ্যানসেন প্রথম অ-আমেরিকান হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

পুরুষদের 'ওই' ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করবে এই ৯টি উপায়!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে সমাজে অনেক সময় জড়তা কাজ করে, যার ফলে অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বিভিন্ন পিল বা ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুস্থ যৌন জীবনের মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে আপনার হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের মধ্যে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকলে যৌন ক্ষমতা বা স্ট্যামিনা প্রাকৃতিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। সুস্থ জীবনযাত্রার মাধ্যমে কীভাবে সঙ্গীর সঙ্গে বিছানায় দীর্ঘক্ষণ আনন্দ দেওয়া-নেওয়া করা সম্ভব, তার ৯টি অব্যর্থ উপায় নিচে আলোচনা করা হল।

১. নিয়মিত শরীরচর্চা ও স্ট্যামিনা বৃদ্ধি

কার্ডিওভাসকুলার এক্সারসাইজ বা হৃদযন্ত্রের ব্যায়াম যৌন সক্ষমতা বাড়ানোর সবথেকে ভাল উপায়। সাঁতার, দৌড়ানো বা সাইকেল চালানোর মতো ব্যায়াম শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, যা লিবিডো বৃদ্ধিতে সরাসরি সাহায্য করে। সপ্তাহে অন্তত ৭৫-১৫০ মিনিট ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

২. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন

সব খাবার শরীরের জন্য এক নয়। হৃদপিণ্ডের জন্য ভাল এমন খাবারই যৌন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।ফল ও সবজি আপেল, নাশপাতি এবং লেবু জাতীয় ফল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে সক্ষমতা বাড়ায়। ভিটামিন ডি ডিমের কুসুম, দুধ এবং মাশরুম ভিটামিন-ডি এর ভালো উৎস, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে যৌন উদ্দীপনা বাড়াতে সাহায্য করে।

৩. মেলাটোনিনের মাত্রা বৃদ্ধি

গবেষণায় দেখা গেছে, মেলাটোনিন হরমোনের অভাব ইরেক্টাইল ডিসফাংশন অর্থাৎ লিঙ্গশিথিলতার কারণ হতে পারে। পেস্তা বাদামের মতো খাবার মেলাটোনিনের প্রাকৃতিক উৎস।

৪. ভেষজ উপাদানের ব্যবহার

অদিকাল থেকেই কিছু প্রাকৃতিক কামোদ্দীপক বা অ্যাফ্রোডিসিয়াক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জিনসেং বা ক্যাফিন যুক্ত পানীয় স্ট্যামিনা বাড়াতে এবং শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

৫. মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমানো

অতিরিক্ত মানসিক চাপ রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় এবং যৌন ইচ্ছা কমিয়ে দেয়। পার্টনারের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা এবং নিয়মিত ব্যায়াম মানসিক চাপ কমিয়ে যৌন জীবনকে আনন্দদায়ক করে তোলে।

৬. ক্ষতিকর অভ্যাস বর্জন

ধূমপান এবং অতিরিক্ত মদ্যপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে দেয়, যা পুরুষত্বহীনতার ঝুঁকি বাড়ায়। ধূমপান ত্যাগ করা যৌন সক্ষমতা ফেরানোর অন্যতম প্রধান ধাপ।

খদ্দের 'ধরতে' ঘুরে বেড়ায় মহিলা ভূত

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইংল্যান্ডের কেন্ট কাউন্টির সবুজ গাছপালায় ঘেরা শান্ত গ্রাম প্লাকলি। দিনের আলোয় একে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন গল্পের বই থেকে উঠে আসা কোনও এক মনোরম ব্রিটিশ পল্লি। এক হাজার মানুষের বাস এই ছোট্ট গ্রামে, যেখানে ছোট ছোট কুটির আর সাজানো বাগান পর্যটকদের মন ভরিয়ে দেয়। কিন্তু সূর্য ডুবলেই এই চেনা রূপ পাল্টে গিয়ে এক বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে প্লাকলি। লোকমুখে প্রচলিত আছে, এই গ্রামে জীবিত মানুষদের পাশাপাশি ১৫টি অশরীরী আত্মা নিয়মিত ঘুরে বেড়ায়। কোনও রূপকথা নয়, বরং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস একসময় এই গ্রামকে 'ব্রিটেনের সবচেয়ে ভুতুড়ে গ্রাম'-এর তকমা দিয়েছিল।প্লাকলির সবচেয়ে আতঙ্কের নাম 'স্ক্রিমিং উডস' বা চিৎকার করা অরণ্য। সম্প্রতি অনেক সাহসী মানুষ রাতের বেলা এই জঙ্গলে ক্যাম্পিং করতে গিয়ে রক্ত হিম করা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। গভীর রাতে এখান থেকে নারী-পুরুষের আর্তনাদ শোনা যায়। বলা হয়, অতীতে এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে যারা মারা গিয়েছিলেন, তাদের আত্মা আজও মুক্তির আশায় এখানে চিৎকার করে ফেরে। এই বনের গা ছমছমে পরিবেশ এতটাই ভয়ংকর যে দিনের বেলাতেও মানুষ একা সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না।গ্রামের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে লুকিয়ে আছে এক একটি ভৌতিক ইতিহাস। 'ফ্লাইট কর্নার' নামক স্থানে দেখা মেলে ১৮ শতকের এক হাইওয়েম্যান বা দস্যুর ছায়ামূর্তি। লোকগাথা অনুযায়ী, গ্রামের

পাহারাদাররা তাকে একটি ওক গাছের সাথে তলোয়ার দিয়ে বিঁধে হত্যা করেছিল। আজও নাকি সেখানে সেই তলোয়ার যুদ্ধের ছায়া এবং তার করুণ পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবার ডিকি বাসের গলিতে দেখা যায় এক স্কুলশিক্ষকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, আর কয়েক সপ্তাহ পর জনৈক ডিকি বাস তার পচাগলা দেহ উদ্ধার করেন। মজার ব্যাপার হল, সেই ডিকি বাসের আত্মাও নাকি এখন গ্রামের পরিত্যক্ত উইন্ডমিলে ঘুরে বেড়ায়, বিশেষ করে ঝড়বৃষ্টির ঠিক আগে তাকে সেখানে দেখা যায়।গ্রামবাসীদের জন্য ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। মাল্টম্যান্স হিলে প্রায়ই দেখা মেলে এক রহস্যময় ঘোড়ার গাড়ির। ১৯৯৭ সালে এক গাড়িচালক পিচঢালা রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে তার গাড়ি প্রায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। শুধু রাস্তাঘাট নয়, প্লাকলির পুরনো গির্জা সেন্ট নিকোলাসও পিছিয়ে নেই। এখানে 'রেড লেডি' বা লেডি ডেরিং-এর আত্মা ঘুরে বেড়ায়। ১১০০ সালের দিকে তাকে একটি সিসার কফিনে একটি লাল গোলাপসহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বলা হয়, তিনি আজও তার মৃত সন্তানের কবর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গির্জার ভেতর আবার 'হোয়াইট লেডি'রও দেখা মেলে, যার অশরীরী উপস্থিতি ১৯৫২ সালে পুড়ে যাওয়া সুরেনডেন ডেরিং প্রাসাদেও টের পাওয়া যেত।প্লাকলির ভূতদের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। এখানে ইটের ভাটায় দেওয়াল ধসে মারা যাওয়া শ্রমিকের আর্তনাদ যেমন শোনা যায়, তেমনি পিনক ব্রিজের ওপর দেখা যায় এক জিপসি মহিলার ছায়া, যে আপন মনে পাইপ টানতে টানতে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামের দুটি পাব; 'ব্ল্যাকস্মিথস আর্মস' এবং 'ডেরিং আর্মস'; পর্যটকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হলেও সেখানকার অদৃশ্য খদ্দেরদের কথা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। ডেরিং আর্মস পাবে তো এক ঘোমটা পরা মহিলার আত্মা এতটাই স্পষ্ট যে, অনেক সময় খদ্দেররা তাকে রক্ত-মাংসের মানুষ ভেবে ভুল করেন। কেউ বিষাক্ত বেরি ফল খেয়ে আত্মহত্যা করা যুবতী, আবার কেউবা পার্ক উডের গাছে ঝুলে থাকা কর্নেলের আত্মা; প্লাকলির প্রতিটি ধূলিকণায় যেন মিশে আছে মৃত্যু আর হাহাকারের গল্প। যারা অলৌকিক কিছু দেখতে ভালোবাসেন, তাদের কাছে প্লাকলি হয়তো রোমাঞ্চের জায়গা, কিন্তু অন্ধকার নামলে এই গ্রামের নিস্তব্ধতা যা জানান দেয়, তা সাধারণ মানুষের সহ্য করার ক্ষমতার বাইরে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 11-04-2026 14:26 Page 4

সীমান্তে আস্থা ফেরাতে রুট মার্চ, ভোটারদের দুয়ারে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্ত এলাকার ভোটারদের ভয়মুক্ত করতে এবং নিরাপত্তার পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি অঞ্চলের ১০৯ ব্রহ্মোত্তর-কুচলিবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার রুট মার্চ করল পুলিশ।কুচলিবাড়ি থানার ওসি বিশ্বজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে এদিন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা যৌথভাবে এলাকায় টহল দেন। শুধুমাত্র কুচকাওয়াজেই সীমাবদ্ধ না থেকে, ওসি নিজে ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নির্ভয়ে ভোটদানের আবেদন জানান। মূলত সীমান্ত সংলগ্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে সাধারণ মানুষের মনের আতঙ্ক দূর করে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিন কুচলীবাড়ী থানার তরফে ওসির নির্দেশে দুটি জরুরী কালীন হেল্প ডেস্ক নাম্বার খোলা হয়।

বিবাহবিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত হামলা, স্ত্রী-শাশুড়ি সহ ৩ আহত

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় শুক্রবার রাতে এক চাঞ্চল্যকর হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন স্ত্রী, তাঁর মা এবং এক অফিসকর্মী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে আহত তিনজনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।আহতদের নাম বৈশাখী ঘোষ, তাঁর মা লিপিকা প্রধান এবং অফিসের এক আধিকারিক উদয়শংকর অধিকারী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈশাখীর সঙ্গে অভিযুক্ত হারুলাল ঘোষের বিয়ে হয়েছিল কিছুদিন আগে। তবে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি ঘটে এবং বৈশাখী বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন।ঘটনার দিন বৈশাখী ও তাঁর মা একটি অফিসে যান, যা আমতলা মোহিত কমপ্লেক্স সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। অভিযোগ, সেখানে হঠাৎই উপস্থিত হন হারুলাল ঘোষ। এরপর তিনি ধারালো অস্ত্র নিয়ে বৈশাখী ও তাঁর মায়ের উপর হামলা চালান। তাঁদের বাঁচাতে গেলে গুরুতর জখম হন অফিসের আধিকারিক উদয়শংকর অধিকারীও।হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের কলকাতার একটি বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের অবস্থা এখনও সংকটজনক।ঘটনার খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত হারুলাল ঘোষের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কী কারণে এই হামলা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদকে কেন্দ্র করেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মোদীর সভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে শান্তনু ঠাকুরের কনভয়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর থানার বলরামপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় যাওয়ার পথে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কনভয় ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ে। ঘটনায় কনভয়ের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ট্রাক্টরের সামনের অংশ দুমরে-মুচড়ে যায়। গাড়িটিতে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা ছিলেন, তবে মন্ত্রী অক্ষত থাকেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

চালকের বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে এবং যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অসতর্কতা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে নির্বাচনী মরশুমে এই দুর্ঘটনা ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পূর্ব বর্ধমানের কালনা, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি এবং রঘুনাথগঞ্জে জনসভা নির্ধারিত রয়েছে।

এর আগে অধীর চৌধুরীর কনভয়েও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে একাধিক নিরাপত্তারক্ষী আহত হন। ওই ঘটনার রিপোর্ট নির্বাচন কমিশন চেয়ে পাঠিয়েছিল এবং তদন্ত হয়। প্রশাসন এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখ ার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত সমাধান দাবি করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে এবং দোষ নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং গুজবে কান না দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিস্তায় তলিয়ে নিখোঁজ বিজেপি কর্মী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িতে ঃ ভোটের উত্তাপে সরগরম বাংলা। হাতে গোনা কয়েকদিন পরেই বিধানসভা নির্বাচনে রায় দেবে জনতা। উত্তর থেকে দক্ষিণ;সব জায়গাতেই জোরকদমে চলছে প্রচার। তবে এই রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে গিয়ে তিস্তা নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ হলেন এক যুবক কর্মী।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মেখলিগঞ্জ ও ময়নাগুড়ি ব্লকের দুনদার বাড়ি এলাকায় বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়ের সমর্থনে প্রচার চলছিল। সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন করতলী গ্রামের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী অমল রায়। এলাকাটি তিস্তা নদী দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম নৌকা। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় আচমকাই ভারসাম্য হারিয়ে প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান তিনি। নদীর গভীরতা ও স্রোতের তীব্রতার কারণে সঙ্গীরা চেষ্টা করেও তাঁকে উদ্ধার করতে পারেননি।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ-এর বিশেষ দল। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখ নও পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।এই আকস্মিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিখোঁজ কর্মীর খোঁজে নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়েছেন গ্রামবাসীরা। প্রচারের আবহেও নেমে এসেছে বিষাদের ছাপ।উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দিক থেকে ময়নাগুড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৯৫১ সাল থেকে এখানে একাধিকবার রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। প্রথমদিকে কংগ্রেস ও তার জোটসঙ্গীরা প্রাধান্য পেলেও ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত টানা বামফ্রন্টের সহযোগী আরএসপি এই কেন্দ্র ধরে রাখে। ২০১৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমবারের মতো জয়ী হয়। পরে ২০২১ সালে বিজেপি প্রার্থী কৌশিক রায় তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে আসনটি দখল করেন।এবারের নির্বাচনে বিজেপির ডালিম রায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূলের রামমোহন রায় এবং আরএসপি প্রার্থী সুদেব রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ময়নায় তৃণমূল প্রার্থীর উপরে হামলা, আহত একাধিক

নয়া জামানা, তমলুক ঃ ময়নায় ভোটপ্রচারে সহিংসতা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শনিবার সকালে। অভিযোগ, পূর্ব বর্ধমান জেলার বাকচা পঞ্চায়েতের হালিশহর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী চন্দন মণ্ডল প্রচারে গেলে তাঁর উপর হামলা হয়। ঘটনায় একাধিক দলীয় কর্মী জখম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা ফেটে গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মিছিল নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করছিল তৃণমূলের প্রচার দল। সেই সময় হঠাৎ একদল লোক লাঠি ও অন্যান্য দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মিছিলে থাকা বেশ কয়েকটি বাইকও ভাঙচুর করা হয়। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং ভোটপ্রচারের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলায় জড়িত। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, স্থানীয় বিজেপি নেতা ব্রজগোপাল মণ্ডল এই ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে এবং উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা চলছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয়। প্রশাসনের তরফে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। ভোটপ্রচারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শাসক ও বিরোধী শিবির একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরব হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোটের আগে এই ধরনের সংঘর্ষ নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 11-04-2026 14:26 Page 5

ঝাড়গ্রামের প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র

শাল পিয়ালের জঙ্গল

ঘেরা পাখিদের স্বর্গ

ঝাড়গ্রামকে বলা হয় জঙ্গলমহলের প্রাণকেন্দ্র। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা পশ্চিমবঙ্গের এই জেলা। লাল সুড়কির রাস্তা, শাল, মহুয়া, জারুল, পিয়ালের জঙ্গল, অসংখ্য প্রজাতির পাখি, ভাল্লুক, খরগোশ, হরিণ- গোটা অঞ্চল জুড়ে যেন প্রকৃতির নয়নাভিরাম সাম্রাজ্য। তারই মধ্যে রয়েছে গ্রাম, শহর, স্কুল, হাসপাতাল সবই।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মান সিংহ এবং আদিবাসী মল্লরাজাদের যুদ্ধের সাক্ষী এই অঞ্চল- ফলে এই অঞ্চল ঐতিহাসিক ভাবেও প্রসিদ্ধ। আবার সাঁওতাল, লোধা, মুণ্ডা, মাহাতো, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতির বাসভূমি। তবে সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয় বোধহয় এই যে- প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কংসাবতী আর সুবর্ণরেখা নদী, বিভিন্ন জাতির মানুষের সংস্কৃতি, অভ্যাসের এই মিশ্রণে ঝাড়গ্রাম হয়ে উঠেছে রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। ঝাড়গ্রামকে রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পিছনে রয়েছে রাজ্য প্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টা। সেই সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো ঝাড়গ্রাম প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র । এই কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড। তারাই ঝাড়গ্রামের ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র-টি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামের সদর শহরের দূরত্ব সড়কপথে ১৭৮ কিমি এবং রেলপথে ১৫৮ কিমি। সেই সদর শহরের থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে, ঝাড়গ্রাম ফরেস্ট ডিভিশনের অধীনস্থ বান্দরভুলা টিম্বার ডিপো -র ঠিক উল্টোদিকে, প্রকৃতির বুকে অবস্থিত এই শান্ত, সুন্দর কেন্দ্রটি। গোটা রিসর্ট জুড়ে রয়েছে অত্যাধুনিক ৬টি কটেজ। কটেজগুলিতে সবরকম আধুনিক সুযোগসুবিধা, অর্থাৎ- টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, অ্যাটাচড বাথরুম, ফ্রি ওয়াইফাই, ইন্টারকম সবই রয়েছে। রয়েছে সুদৃশ্য কিচেন এবং ডাইনিং স্পেস, যেখানে বিভিন্ন পদের স্বাদু খাবার পেট আর মন দুই'ই ভরিয়ে তুলবে। পর্যটকদের অনুরোধে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে আদিবাসী সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবস্থা করে থাকেন। সঙ্গে রয়েছে নয়নাভিরাম দৃশ্যপট। প্রচুর গাছগাছালি, অগুনতি পাখির কিচিরমিচির মন ভালো করে দেবেই। পাখি পর্যবেক্ষকদের স্বর্গরাজ্য এই এলাকা। বিশেষত শীতকালে, যখন পরিযায়ী পাখির ঢল নামে এখানে। মোরামের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে দূরে দেখা পেতে পারেন হাতি, ভাল্লুকের, অথবা দেখতে পারেন- জঙ্গলের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে একপাল হরিণ। নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখলে মন ভালো হয়ে যাবে। পর্যটকরা এই ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্রের আতিথেয়তা ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিতে পারেন আশেপাশের দ্রষ্টব্যগুলিও। যেমন- ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি, ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্ক, সাবিত্রী মন্দির ইত্যাদি। এই ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হলো বন সংরক্ষণ, আদিবাসী মানুষ এবং তাঁদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, সঙ্গে পর্যটকদের একটি নিঁখুত ভ্রমণের আনন্দ দেওয়া। পুজোতে কলকাতার থেকে অনতিদূরে, স্বল্প খরচে প্রকৃতির কোলে ছুটি কাটানোর আদর্শ স্থান এই পর্যটনকেন্দ্রটি।

কীভাবে যাবেনঃ

সড়কপথে বাস বা গাড়িতে ঝাড়গ্রাম সদর, সেখান থেকে ৩ কিলোমিটার গেলেই ঝাড়গ্রাম প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। ট্রেনে গেলে হাওড়া, সাঁতরাগাছি বা শালিমার স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে বাস, গাড়ি, বা স্থানীয় যানবাহনে চড়ে ঝাড়গ্রাম প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।